প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।
Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)
EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের
১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র
খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 20 ● Bardhaman ● 30 March 2026 ● Rs. 2.00 (Four Pages)

এক নজরে

● রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন।এবারে দু'দফায় হবে ভোট, ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। গণনা ৪ মে।প্রথম দফায় ভোট হবে ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে,দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে।২৩ এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট হবে দার্জিলিং, কালিম্পং,কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার,জলপাইগুড়ি,উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর,বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম,পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুরে।২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট হবে পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া,হুগলি,হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,উত্তর ২৪ পরগনা এবং কলকাতায়।

● " সাড়ে ন'শো টাকা কুইন্টাল সরকার দাম দেবে বলছে। সরকারের কি দায় ? সরকারের তো এসব করার কথা নয়।চাষির লাভজনক দাম না দিয়ে সরকার কোনো মাল কিনতে পারে না। এখনও আলু ব্যবসায়ীরা আলু কিনতে নামেন নি।হিমঘর তো ভর্তি হয়ে গেল।তাহলে আর কবে নামবেন?", বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ধনেখালির ধামাইটিকরের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চন্ডীসাধন কোলে।

●জামালপুরে এবার তিন ভূমি পুত্রের লড়াই,তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিক,বাম প্রার্থী সমর হাজরা এবং বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদার। জয়ের মুকুট কার মাথায় ওঠে সেটাই এখন দেখার।

● ধনেখালিতে এবার তিন ভূমি কন্যার লড়াই,তৃণমূল প্রার্থী অসীমা পাত্র,বাম প্রার্থী রুমা আহেরি এবং বিজেপি প্রার্থী বর্ণালী দাস। জয়ের মুকুট কোন্ দিদির মাথায় ওঠে সেটাই দেখার।

● চার মাস বেতনহীন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর এনএসকিউএফ ভোকেশনাল ট্রেনাররা।নেই বেতনের নিশ্চয়তা।গত ১৩ বছরে এক টাকাও বাড়েনি বেতন,অভিযোগ। নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো এবং স্থায়ীকরণের দাবিতে সরব পশ্চিমবঙ্গ এনএসকিউএফ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন।

● স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন,নতুন ৭ টি জেলা তৈরি সহ ১০ টি প্রতিজ্ঞা মমতার।দলীয় ইস্তেহার প্রকাশ করে ১০ টি প্রতিশ্রুতি দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● পান্ডুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তুষার মজুমদার।

● ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বর্ণালী দাস।

● আলুর লাভজনক দামের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে সুয়োমোটো কেস করে শুনানির আবেদন জানিয়ে কোনো সদুত্তর না পেয়ে চাষিদের পক্ষে

(এরপর চারের পাতায়)

হিংসামুক্ত শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বার্তা দিলেন হুগলির এসপি কুমার সানি রাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন - বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে হুগলি এদিন তিনি ধনিয়াখালি,গুড়াপ সহ জেলার বেশ কয়েকটি থানায় যান এবং

জেলার বিভিন্ন থানা পরিদর্শন ও বিশেষ ব্রিফিং করলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এসপি কুমার সানি রাজ। সেখানে উপস্থিত পুলিশ বাহিনী ও আধিকারিকদের নির্বাচন কমিশনের

(এরপর দুয়ের পাতায়)

ধনেখালিতে এবার বামফ্রন্ট সমর্থিত লিবারেশন প্রার্থী রুমা আহেরী

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি বিধানসভায় বাম সমর্থিত সিপিআই (এমএল) লিবারেশন প্রার্থী রুমা আহেরি,প্রতীক পতাকায় তিন তারা।রুমা একজন আইসিডিএস কর্মী।তাঁর বাড়ি ধনেখালি ১ নং অঞ্চলের তালবোনা পালপাড়ায়।অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্যে কেটেছে তাঁর ছোটবেলা।মায়ের ছোট্ট ভাতের হোটেলে মাকে হাতে হাতে সাহায্য করতে ব্যস্ত থাকতে হতো তাঁকে।এরই মধ্যে নিজের চেষ্টায় উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন রুমা।এসময়েই আইসিডিএস এ কাজ পান রুমা।বরাবরের বামপন্থী পরিবারের মেয়ে রুমা লিবারেশনে যোগদান করেন লকডাউন পর্বে, আন্দোলনের সূত্রে।সেসময় লকডাউন

বিপর্যস্ত গ্রামের ঋণগ্রস্ত দরিদ্র মহিলাদের উপর মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলির এজেন্টদের জুলুমবাজির বিরুদ্ধে ধনেখালি এলাকায় লিবারেশন বড় আন্দোলন

(এরপর দুয়ের পাতায়)

ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রাম দু'জায়গাতেই বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।

চাষি বন্ধু সম্মানে সম্মানিত অধ্যাপক চন্ডীসাধন কোলে

নিজস্ব প্রতিবেদন- খবর সোজাসুজি পত্রিকার পক্ষ থেকে হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের ধামাইটিকরের বাসিন্দা,অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কর্মজীবনে শিক্ষা ও সমাজসেবার পাশাপাশি কৃষির উন্নয়নে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ,কৃষি ও কৃষকের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা এবং অবদানের জন্য

চন্ডীসাধন কোলে'কে চাষি বন্ধু সম্মানে সম্মানিত করা হল।দীর্ঘদিনের তাঁকে চাষি বন্ধু সম্মাননা প্রদান করা

(এরপর দুয়ের পাতায়)

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে শনিবার মিটিং করলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক শ্বেতা আগরওয়াল।

অকাল হোলি ! ভোটের আগেই বিজয় মিছিল ! ধনেখালিতে এবারও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্র। ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রে চতুর্থ বারের জন্য অসীমা পাত্রের নাম ঘোষণার পরেই প্রবল উচ্ছ্বাস তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। সবুজ আবির উড়িয়ে ব্যান্ড পার্টি বাজনা বাজিয়ে প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে ধনেখালি ব্রাহ্মণপাড়া থেকে ধনেখালি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত চললো প্রচার।

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 20 ● 30 March, 2026

ভোটার ছাড়াই ভোট !

এসআইআরের নামে হচ্ছেটা কী ? সামান্য ভুলের কারণে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। ভোটারকে বাদ দিয়েই কি ভোট করার পরিকল্পনা নির্বাচন কমিশনের ? প্রথমে তো বলা হয়েছিল ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে যাদের নাম আছে তাদের ২০২৫ সালের ভোটার লিস্টের সঙ্গে ম্যাপিং হয়ে গেলে তাদের আর কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু বাস্তব চিত্র তো পুরো আলাদা।২০০২ সালের ভোটার লিস্টের সঙ্গে ম্যাপিং হওয়া সত্ত্বেও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র অজুহাতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হেয়ারিংয়ে ডেকে হয়রানি করা হল,জমা নেওয়া হল নথি। কিন্তু তাতেও কাজ হল না,লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিবেচনাধীন করে রাখা হল। ৬০ লক্ষ ভোটারকে আন্ডার অ্যাডজুডিকেশানে রেখে ফাইনাল ভোটার লিস্ট প্রকাশ করা হল। নির্বাচন কমিশন তো আগে বলেছিল ম্যাপিং হওয়া ভোটারদের হেয়ারিংয়ে ডাকা হবে না। কিন্তু লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে পুরো চিত্র পাল্টে দেওয়া হল। আগের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল নির্বাচন কমিশন। বৈধ ভোটার যাচাই করার নামে সামান্য ভুলের কারণে মানুষকে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। আসলে নির্বাচন কমিশন চাইছে টা কী ? লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে মানুষকে হয়রানি করার পর এখন আবার আন্ডার অ্যাডজুডিকেশান।আন্ডার অ্যাডজুডিকেশানে থাকা বেশিরভাগ ভোটার সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্টে বাদ পড়ছে,অধিকাংশই মুসলিম ভোটার। তপশিলি জাতি এবং উপজাতির মানুষও ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়ছে। ২০০২ এ এসআইআরে নাম থাকা সত্ত্বেও ২০২৬ এ আন্ডার অ্যাডজুডিকেশান ! এটা কিভাবে সম্ভব ? ২০০২ এসআইআর ভোটার লিস্টে থাকা বাবার নামের সাথে ম্যাপিং করে ২০২৬ এসআইআরে ছেলের ভোট বৈধ কিন্তু বাবার নামের পাশে আন্ডার অ্যাডজুডিকেশান,ভাবা যায় ! কোথাও ছেলে ভোটার বাবা বাদ, কোথাও বাবা ভোটার ছেলে বাদ।খুবই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি।সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে যে ভাবে গণহারে মুসলিম বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে তা দেখে মনে হচ্ছে ভোটার ছাড়াই ভোট করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন।উদ্দেশ্য টা আসলে কি ? এ কি রকমের বিচার নির্বাচন কমিশনের ? এসআইআরে জ্জ এর টার্গেট কি শুধু মুসলিমরা ? নির্বাচন কমিশন ঠিক চাইছে টা কী,স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট তৈরি করতে না জেনুইন ভোটারদের বাদ দিতে ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

হারিয়ে যাওয়া ৫০ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল সিঙ্গুর থানার পুলিশ।

(প্রথম পাতার পর) **চাষি বন্ধু সম্মানে সম্মানিত**

হল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৮ জানুয়ারি,২০২৬ শিপতাই হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত খবর সোজাসুজি পত্রিকার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে চাষি বন্ধু সম্মাননা নেওয়ার জন্য উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি। তাই ১৮ মার্চ,২০২৬ চন্ডীসাধনবাবুর বাড়িতে গিয়ে খবর সোজাসুজি পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর হাতে চাষি বন্ধু সম্মাননাপত্র তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।চাষি বন্ধু সম্মানে সম্মানিত হয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি,ধন্যবাদ জানান খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক'কে। খবর সোজাসুজি পত্রিকার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন তিনি।

(প্রথম পাতার পর) **হিংসামুক্ত শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বার্তা**

(ECI) ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও নির্দেশিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত ও সচেতন করেন।নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী সহিংসতামুক্ত, প্রভাবমুক্ত ও ভয়ভীতিমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করা,বুথ দখল ও ছাপ্পা ভোট প্রতিরোধ করা এবং প্রতিটি এলাকাকে হুমকি ও সহিংসতামুক্ত রাখা - এই বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পুলিশ সুপার জানান, ‘‘আশা করছি ইলেকশন খুব পিসফুল হবে। একদম ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন করাতে হবে। কোনো ভায়োলেন্স যাতে না হয় এদিকেই আমাদের সম্পূর্ণ চেষ্টা থাকবে।’’

নেতাজী নামটা অসম্মান করছে বাঙালিরা

বটু কৃষ্ণ হালদার

ভারত বর্ষের জনগণের কাছে নেতাজী সুভাষ নামটা ভগবানের স্বরূপ। আমরা সবাই জানি ভগবানের জন্ম আছে কিন্তু মৃত্যু দিবস নেই। এই নামটা আবেগ, অনুভূতি। ২৩ শে জানুয়ারি ছিল বলে ২৬ শে জানুয়ারি,১৫ ই আগস্ট পালিত হয়। তিনিই বোধহয় ভারতবর্ষের একমাত্র রাজনৈতিক ‘জননেতা’ যার নামে আজও কান্দাহার থেকে রেঙ্গুন,পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম , এক হয়ে যায়। তিনিই হয়তো একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার দুর্নীতি, স্বজন পোষন, স্বার্থপরতা কিংবা দেশের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ কেউ কখনো আনতে পারবে না। এই জন্যেই তিনি নেতাজি, আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীন ভারতের রূপকার। ভারতবর্ষের সত্যিকারের দেশনায়ক।

কিন্তু গান্ধীজি অহিংস ছিলেন না। অহিংস ছিল তাঁর মুখোশ। নেতাজি সুভাষকে তিনি কংগ্রেস থেকে সরিয়েছিলেন হিংসার অনলে জ্বলে। প্রমাণ ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন। সুভাষ নির্বাচনে দাঁড়ালেন গান্ধীজির অমতে। কী এত বড় স্পর্ধা সুভাষের ! গান্ধীজি অবাক। তাই তিনি তাঁর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। জয়ী হলেন সুভাষ। ফল হল মারাত্মক।

গান্ধী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

নির্বাচনে নেতাজীর জয় লাভের পর গান্ধীজির উক্তি:‘ The defeat of Pattabhi Sitaramyya is my defeat’ অর্থাৎ পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয় মানে আমার পরাজয়।’ এ কী সাংঘাতিক কথা! জনগণের ভোটে নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর জয়ে হঠাৎ মহাত্মার মত মানুষের এই ধরনের উক্তির কারণ কী? কারণ হিসেবে বলা হল গান্ধীজির নীতির কথা। গান্ধীজি অহিংসার পুজারী, অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। সুভাষ ঠিক এর বিপরীত। তাই সুভাষের জয় মানেই গান্ধীজির অহিংস নীতির পরাজয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আদৌ তা নয়। অক্ষমতার জন্য অহিংসার বুলি। আসলে সুচতুর গান্ধীজিকে বিচলিত করেছিল সুভাষের জয়। তিনি চরম হিংসা করতেন নেতাজীর জনপ্রিয়তাকে। কেননা, গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে সমর্থন করেছিলেন গান্ধীবাদী সব নেতা। অর্থাৎ, কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা। বলতে গেলে সুভাষ একাই লড়েছেন তাদের বিরুদ্ধে নিজের অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে। একা সুভাষ যখন ধরাশায়ী করলেন গান্ধীজি সহ কংগ্রেসি রথী-মহারথীদের তখনই রব উঠল-গেল গেল সব গেল। টের পেলেন ভারতের একমাত্র নেতা তাঁর আসনও টলমল। ব্যস, কংগ্রেসের গ্রেট ডিক্টেটর অহিংসার মুখোশ-পরা গান্ধীজি হিংসার অনলে জ্বলে ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিককে সরিয়ে দিলেন কংগ্রেস থেকে। রাখলেন তাঁর স্তাবকদের-যারা ক্ষমতা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ....নির্ভীক নির্লোভ নেতাজি সবচেয়ে বেশি দেশের কথা ভাবতেন। বিবেকানন্দের মানসপুত্র নেতাজি সুভাষের কাছে ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী’। এটা কি গান্ধীজি জানতেন না? জানতেন সবই। তবুও নেতাজিকে সরালেন কেন? নিজের স্বার্থে। গান্ধীজির পরিবারের লোকজনও এই কারণে তাঁকে সুনজরে দেখতেন না। নিজের স্বার্থে সুভাষকে সরালেন তিনি, তাঁর একনম্বর নেতৃত্বের সুরক্ষায়। সেটা যে দেশের কতবড় ক্ষতি আমরা তা টের পাচ্ছি হাড়েহাড়ে। বারবার স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষতি হয়েছে গান্ধীজির কারণে। এই জন্য আন্দোলনকারীরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন। সত্যিকারের আন্দোলনকারীদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়েছেন তিনি। যাদের মধ্যে ছিলো না কোনো কিছু পাওয়ার লোভ। শুধু দেশের মুক্তির জন্য যারা নিজেদের উৎসর্গ করে গেলেন তাদের গুণ্ডা আখ্যা দিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা সূর্যসেন, ভগৎ সিং, রাজ গুরু, শুকদেব প্রমুখ দেশ প্রেমিক বিপ্লবীরা গান্ধীজির অভিধানে সন্ত্রাসবাদী গুন্ডা।

চমৎকার গান্ধীজি, চমৎকার !

তোমার দেশ প্রেমের তুলনা নেই। যতই কংগ্রেস তোমার ঢেঁড়া পেটাক তাতে সত্যি চাপা থাকে না। কংগ্রেসতো প্রচার করেই চলছে-এই সব বিপ্লবী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যা করতে পারেননি, তুমি তাই করেছ। অর্থাৎ বিপ্লবীদের বিপ্লব আর নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর কোন অবদান নেই ভারতের স্বাধীনতায়, স্বাধীনতা এনেছে তোমার অহিংসা মন্ত্র। তাই তারা ইতিহাসের পাতা থেকে নেতাজিকে মুছে ফেলতে চায়। তোমার চক্রান্তেই নেতাজিকে দেশ ফিরে পেল না। তাতে দেশের অপরিসীম ক্ষতি হয়নি ?

দেশ ভাগের জন্য গান্ধীজি সবচেয়ে বেশি দায়ী। তাঁর হঠকারিতার জন্যই ভারত ভেঙ্গে দু-টুকরো হয়েছিল। দেশ বিভাগে তিনি আগেই তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর ঘাড়ে ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সাধু পুরুষ সাজবার চেষ্টা করেছেন। অথচ তিনিই দেশভাগের মূলে। গান্ধীজির অনেক অপকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপকর্ম দেশ বিভাগ। তাঁরই জন্য ভারতবর্ষের মানচিত্রই পাল্টে গেল।

সম্প্রতি পরিচালক রাজ চক্রবর্ত্তী পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র প্রলয় ২ কে ঘিরে এক নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই ছবিতে বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বোস ও প্রফুল্ল চাকী কে নিয়ে কিছু সংলাপকে অনেকেই আপত্তিকর বলে মনে করছেন। এর পাশাপাশি নেতাজী গবেষক ড: জয়ন্ত চৌধুরী এক ভিডিও বার্তায় দাবি করেছেন যে ছবিটিতে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়েও কিছু অসম্মানজনক শব্দ নাকি সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই দেশপ্রেমিক মহল ও নেতাজী অনুরাগীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

ড. জয়ন্ত চৌধুরী তাঁর বার্তায় সকল নেতাজী গবেষক, ইতিহাসচর্চাকারী এবং দেশপ্রেমিক মানুষকে এই বিষয়ে প্রতিবাদে সরব হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান বিপ্লবীদের নিয়ে নির্মিত কোনও চলচ্চিত্রে এমন ভাষা বা উপস্থাপনা থাকা উচিত নয়, যা তাঁদের সম্মানহানির কারণ হতে পারে। ইতিহাসের চরিত্রগুলিকে নিয়ে শিল্পচর্চা অবশ্যই করা যায়, কিন্তু সেই উপস্থাপনায় দায়িত্ববোধ এবং সংবেদনশীলতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা অনন্য ও অসামান্য। তিনি শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন, বরং ছিলেন এক অদম্য দেশপ্রেমিক এবং দূরদর্শী সংগঠক। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছিল। তাই এমন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কোনও চলচ্চিত্রে অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করা হলে তা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের আবেগে আঘাত হানে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নেতাজী কখনও সিনেমাজগতকে অবহেলা করেননি। বরং তিনি সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলির গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময় তিনি একাধিক সিনেমা হলের উদ্বোধন ও নামকরণ করেছিলেন। বিদেশে অবস্থানকালে তিনি সিনেমা হলেই আজাদ হিন্দ সরকারের বক্তব্য এবং ভাষণ দিয়েছেন। অর্থাৎ, চলচ্চিত্র মাধ্যমকে তিনি জনগণের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে দেখতেন।এই কারণেই আজকের চলচ্চিত্র জগতের কাছে প্রত্যাশা আরও বেশি। নেতাজীর মতো মহান ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে যদি কোনও প্রসঙ্গ উঠে আসে, তবে তা যেন যথাযথ গবেষণা, শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ববোধের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়। শিল্পের স্বাধীনতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই স্বাধীনতার সঙ্গে ইতিহাসের সত্যতা ও জাতির আবেগের প্রতিও সমান সম্মান দেখানো প্রয়োজন।

বর্তমান বিতর্ক আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছে - ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রে নির্মাতাদের দায়িত্ব কতটা হওয়া উচিত। ইতিহাস বিকৃত না করে, বরং নতুন প্রজন্মের সামনে সত্য ও প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা চলচ্চিত্রকারদের অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত।সবশেষে বলা যায়, এই বিতর্ক শুধুমাত্র একটি সিনেমাকে ঘিরে নয়; এটি আমাদের ইতিহাসচেতনা ও জাতীয় সম্মানের সঙ্গেও জড়িত। তাই বিষয়টি নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা এবং দায়িত্বশীল মনোভাবই হতে পারে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পথ।

আসাম রাজ্যতে গিয়ে দেখুন নেতাজি সুভাষ কে কিভাবে সম্মান দেয় ? নেতাজি যেনো আসাম রাজ্যের শিরায় শিরায় বইছে অনবরত।ভারতের বহু জায়গায় তাঁকে ভগবান হিসাবে পুজো করা হয়।অথচ যে বাংলার মাটিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই বাংলায় বাঙালিরা তাঁকে অসম্মান করে, তাঁকে বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টিরা তোজোর কুকুর বলে সম্বোধন করেছিল,তাতে এতটুকু লজ্জা বোধ করে নি।সেই কম্যুনিস্টরা বাংলার বুকে প্রায় ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল।এই দোষ বাংলার জনগণের তা ভুলে গেলে চলবে না। (প্রবন্ধের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব)

(প্রথম পাতার পর) **ধনেখালিতে এবার বামফ্রন্ট সমর্থিত**

গড়ে তুলেছিল।এই আন্দোলনের সূত্রেই লিবারেশনে যোগ দেন রুমা। পরবর্তীতে ঋণমুক্তির আন্দোলন ছাড়াও ১০০ দিনের কাজ ফিরিয়ে আনার দাবিতে কিংবা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষায় মানুষকে সচেতন করে তুলতে কিংবা আইসিডিএস কর্মীদের প্রতি সরকারি শোষণ,বঞ্চনার প্রতিবাদে রুমা প্রতিদিন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন বলে জানা গেছে।রুমা বর্তমানে লিবারেশনের হুগলি জেলা কমিটির সদস্য,লড়াকু কর্মী।রুমার প্রতিপক্ষ কিন্তু দুঁদে রাজনীতিবিদ, ধনেখালির তিনবারের বিধায়ক অসীমা পাত্র।লড়াইটা কিন্তু খুব সহজ হবে না। দু'জনেই ঘরের মেয়ে। রাজনীতির ময়দানে নতুন এই লড়াইয়ে রুমা জয় ছিনিয়ে আনতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

খবর সোজাসুজি’র খবরের জেরে

নিজস্ব প্রতিবেদন - খবর সোজাসুজি’র খবরের জেরে অবশেষে টনক নড়ল প্রশাসনের।শুরু হল রাস্তার পাশে টিনের গার্ডওয়াল দিয়ে গর্ত বোজানোর কাজ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,২ জানুয়ারি ২০২৬ খবর সোজাসুজি ফেসবুক পেজে এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ খবর সোজাসুজি পত্রিকায় ধনেখালি ব্লকের গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খানপুর জৌগ্রাম মোড় থেকে জামালপুর যাবার রাস্তায় জৌগ্রাম মোড় থেকে মাত্র তিনশো/ সাড়ে তিনশো ফুট দূরে পিচ রাস্তার পাশে ধ্বস নেমে সৃষ্ট বিপজ্জনক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা খবর করেছিলাম।আর সেই খবর প্রকাশিত হবার পর নড়েচড়ে বসে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।দীর্ঘ টাল বাহানার পর

অবশেষে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল রাস্তার পাশের গর্ত বোজানোর কাজ।দেরিতে হলেও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যে শেষ পর্যন্ত খানপুর জৌগ্রাম মোড়ে দত্তপাড়ায় রাস্তার পাশের বিপজ্জনক গর্ত বোজানোর কাজ শুরু করেছে তাতে খুশি এলাকার মানুষজন। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এবং খবর সোজাসুজি পত্রিকাকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষজন।

সপ্তগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বরাজ ঘোষের সমর্থনে দেওয়াল লিখন। সিনেট বেতা মোড় এলাকার ছবি।

সপ্তগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী অনির্বাণ সরকারের সমর্থনে দেওয়াল লিখন। সিনেট বেতা মোড় এলাকার ছবি।

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে থানা পরিদর্শনে পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদন - বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন থানা পরিদর্শন ও বিশেষ ব্রিফিং করলেন ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার

মানব সিংলা। এদিন তিনি বেলপাহাড়ি, বিনপুর, লালগড় ও জামবনি থানায় যান এবং সেখানে উপস্থিত পুলিশ বাহিনী ও আধিকারিকদের নির্বাচন কমিশনের (ECI) ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও নির্দেশিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত ও সচেতন করেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী সহিংসতামুক্ত, প্রভাবমুক্ত ও ভয়ভীতিমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করা,বুথ দখল ও ছাপ্পা ভোট প্রতিরোধ করা এবং প্রতিটি এলাকাকে হুমকি ও সহিংসতামুক্ত রাখা - এই বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।পুলিশ সুপার জানান, অবাধ,শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসন সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে এবং সকলকে আইন মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।

ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্রের সমর্থনে শনিবার ধনেখালি বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত নির্বাচনী কর্মীসভায় হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জি।

যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখার্জী।

পান্ডুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

ধনেখালি বিধানসভার খানপুর জৌগ্রাম মোড় এলাকায় তৃণমূলের দেওয়াল লিখন।

তৃণমূলের দেওয়াল লিখন।জামালপুর বিধানসভার নারায়নপুর এলাকার ছবি।

জামালপুরে তৃণমূলের প্রার্থী ভূতনাথ মালিক।

জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সমর হাজরা

সিঙ্গুরের বোড়াই পহলামপুর এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী দেবাশীস চ্যাটার্জী।

বিজেপির দেওয়াল লিখন।জামালপুর বিধানসভার নারায়নপুর এলাকার ছবি।

আলুতে সর্বস্বান্ত চাষি,আলুর দামও নেই,কেনার খদ্দেরও নেই। ভয়াবহ ধস গ্রামীণ অর্থনীতিতে।সরকার আলু কেনার কথা ঘোষণা করেই দায় সেরেছে,দু’এক জায়গায় দু’একটা হিমঘর ছাড়া রাজ্য সরকার ঘোষিত সহায়ক মূল্যে আলু কেনেনি বেশিরভাগ হিমঘর কর্তৃপক্ষ,অভিযোগ।অগত্যা কোল্ড স্টোরেজ ভরাচ্ছে অসহায় চাষিরা।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্রের সমর্থনে বৃহস্পতিবার গুড়বাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়ুয়া,বদ্যিপুর, রোহিয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করলেন এবং পাড়া বৈঠক করলেন ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ,সঙ্গে ছিলেন গুড়বাড়ি ২ নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুকদেব মাহাতো ওরফে ডাকু সহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

এসআইআর ইস্যুতে যেকোনো রকম অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পক্ষ থেকে বিডিও অফিস সহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় শুরু হয়েছে কড়া নজরদারি,চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে পুলিশি টহল। সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্টকে কেন্দ্র করে যেকোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৎপর হুগলি গ্রামীণ পুলিশ ।হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রত্যেকটি বিডিও অফিসে সেন্ট্রাল পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে।এছাড়াও জেলার থানা এলাকাগুলিতেও শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের টহলদারি। পোলবা-দাদপুর ব্লক এলাকার ছবি।

বাবা ও মেয়ের কন্ঠে সোনালী দিনের গান

নিজস্ব প্রতিবেদন - অকপট ধনেখালি ব্লকের গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহরমপুর গ্রামের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ওরফে বাবু চ্যাটার্জী। অভাব অনটনের মধ্যেও মায়ের অনুপ্রেরণায় এবং নিজের অদম্য ইচ্ছায় গানের জগতে আসেন বাবু'দা। কিংবদন্তি শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান গেয়েই মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন বাবু'দা। সম্প্রতি খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক মল্লিককে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অকপট বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বাবু চ্যাটার্জী। আলু চাষ করে লাভজনক দাম না পেলেও মনের কষ্ট চেপে রেখে তিনি জানালেন তাঁর নিজের সম্পর্কে অনেক অজানা কথা,শোনালেন তাঁর সুমধুর কণ্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কালজয়ী গান,দশঘরা শ্বশুরবাড়ি থেকে আগত মেয়ে সোনালী হালদারকে সঙ্গে নিয়ে গাইলেন জনপ্রিয় গান 'আয় খুকু আয়।'

অকপট সঙ্গীত শিল্পী তিনকড়ি দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন - অকপট বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী তিনকড়ি দাস।গান গেয়েই চলে সংসার।গানই জীবন।একদম দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার।গান ছাড়া কিছুই বোঝেন না।নিজস্ব জমি জায়গা বলতে কিছুই নেই।গানের টিউশনি করেই চলে গরীবের সংসার।

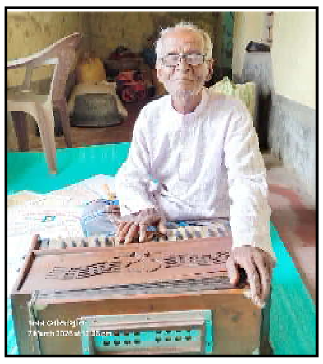

কিংবদন্তি শিল্পী মান্না দে'র গান গেয়েই মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন তিনি। অকপট স্বীকারোক্তি হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহরমপুরের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী তিনকড়ি দাসের। খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিককে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর নিজের সম্পর্কে জানালেন অনেক অজানা কথা, শোনালেন তাঁর সুমধুর কণ্ঠে মান্না দে'র কালজয়ী গান।

খানপুরে বাঘ !

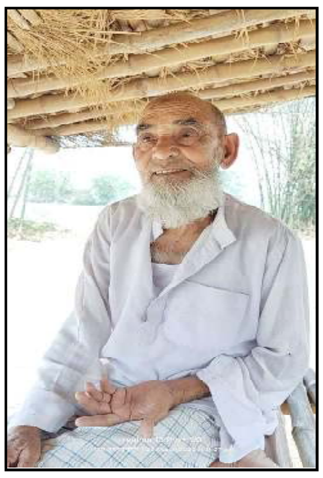

খানপুরে বাঘ ! হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত খানপুর গ্রামেও এক সময় ছিল বাঘ।এলাকা ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা।ভয়ে ভয়ে মানুষকে ঘোরাঘুরি করতে হত,চলতো বাঘ আর মানুষের লুকোচুরি খেলা।খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিকের মুখোমুখি হয়ে খানপুরের জঙ্গলে বাঘ সম্পর্কে অনেক অজানা কথা শোনালেন প্রত্যক্ষদর্শী রহমান সাহেব।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন ধনেখালির ধামাইটিকরের বাসিন্দা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চন্ডীসাধন কোলে।

● খবর সোজাসুজি পত্রিকার পক্ষ থেকে ধনেখালির ধামাইটিকরের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চন্ডীসাধন কোলে'কে চাষি বন্ধু সম্মানে সম্মানিত করা হল।

● ভোট ঘোষণা হতেই সক্রিয় নির্বাচন কমিশন,ব্যাপক রদবদল জেলা শাসকস্তরে।ভোট ঘোষণা হতেই পূর্ব বর্ধমান,মালদা, মুর্শিদাবাদ,নদীয়া সহ ১৩ টি জেলার জেলা শাসককে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।সরিয়ে দেওয়া হল পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রানি এ'কে।পূর্ব বর্ধমানের নতুন জেলা শাসক হলেন শ্বেতা আগরওয়াল।

● ধনেখালিতে আবারও তৃণমূলের প্রার্থী অসীমা পাত্র।চতুর্থ বারের জন্য অসীমা পাত্রের ওপরই ভরসা রাখল দল।

● ধনেখালি বিধানসভায় বাম সমর্থিত সিপিআই (এমএল) লিবারেশন প্রার্থী রুমা আহেরি।

● জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিক।

● বলাগড়ে তৃণমূলের প্রার্থী রঞ্জন ধাড়া, সিঙ্গুরে তৃণমূলের প্রার্থী বেচারাম মান্না,চুঁচুড়ায় তৃণমূলের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য,চাঁপদানিতে অরিন্দম গুঁই।

● কামারহাটিতে তৃণমূলের প্রার্থী মদন মিত্র,টালিগঞ্জে অরুপ বিশ্বাস, হাবড়ায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক,ডোমকলে হুমায়ুন কবীর,শিলিগুড়িতে গৌতম দেব।

● পুলিশ সুপার পদে রদবদল। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের নতুন এসপি হলেন কুমার সানি রাজ।

● ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রাম দু'জায়গাতেই বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।

● জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অরুণ হালদার।

● যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

● উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখার্জী।

● জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সমর হাজরা।

● পান্ডুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

● ভোটের দিন ঘোষণার আগেই পুরোহিত ও মুয়াজ্জিন ভাতা ৫০০ টাকা করে বাড়লো।এপ্রিল মাস থেকে ২০০০ টাকা করে পুরোহিত ও মুয়াজ্জিন ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● মমতার মাস্টার স্ট্রোক।ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রোপা ২০০৯ অনুযায়ী বকেয়া ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় ভোট ২৯ এপ্রিল।

● বাংলায় দু'দফায় ভোট,২৩ ও ২৯ এপ্রিল।গণনা ৪ মে।

● এসআইআরের নামে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারকে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ।'আগে ভোটার পরে ভোট', এই দাবিতে সোচ্চার বাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ।

● চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগ।

ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে আবারও বাম সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী নওসাদ সিদ্দিকী।প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই প্রবল উচ্ছ্বাস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে,জন জোয়ারে ভাসলেন নওসাদ।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and printing press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103